মেহেরপুরে পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গতকাল শুক্রবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অপরদিকে, সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক লিজন আলীর নেতৃত্বে ধানের শীর্ষের প্রচরণা গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, সদস্য রোমিক, নিজার, মনি,রিনু শফিসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীর শিশিরপাড়ায় ধানের শীষে ভোট প্রার্থনায় বিএনপির

[redacted]

[redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted]'[redacted] [redacted] [redacted] [

জীবননগরে ধানের শীষের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ

জীবননগর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের ধানের শীষের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে পৌরসভার ৪ নাম্বার ওয়ার্ডের ধানের শীষের নির্বাচনী অফিস থেকে এই মিছিল ৪ নং ওয়ার্ডের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদর্শন করে । মিছিলে পৌর বিএনপি’র সভাপতি মোঃ শাজাহান কবির, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আশরাফুল হক, পৌর বিএনপি’র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শফিউদ্দিন, ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি পলাশ মিয়া সেক্রেটারি পল্টু মিয়া, বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিজা, সুমন মিয়া, সুজন মিয়া, সবুজ মিয়া সহ অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

মিছিলটি নির্বাচনী অফিসে এসে শেষ হয় এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি শাজাহান কবির, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা আশরাফুল হক প্রমুখ।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জোড়পুকুরিয়া বাজারে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জোড়পুকুরিয়া ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবাদুল আওয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান মাহবুব, মেহেরপুর জজকোর্ট জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন হেলু।

জনসভায় বক্তারা বলেন, দেশ আজ এক কঠিন সময় পার করছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপির বিকল্প নেই। তারা বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রধান অতিথি আমজাদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন,

“দেশকে আবার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে হবে। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকারই পারে জনগণের কথা শুনতে ও সমস্যার সমাধান করতে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি জনগণের দল। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় বিএনপি অতীতেও কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।”

বক্তারা আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সকল নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রার্থী এক মঞ্চে, জাকের পার্টির শান্তি সমাবেশে মিলনমেলা

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাকের পার্টির উদ্যোগে “শান্তি সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় চুয়াডাঙ্গা দর্শনা মুক্তমঞ্চে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের তিন প্রধান রাজনৈতিক দলের সংসদীয় প্রার্থী। তাঁরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব।

সমাবেশে তিনজন প্রার্থীই চুয়াডাঙ্গার সার্বিক উন্নয়নে দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি কৃষি ও সম্ভাবনাময় জেলা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে পিছিয়ে রয়েছে। নির্বাচনে যে-ই বিজয়ী হোক না কেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে গিয়ে মানুষের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে সকল রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনদের নিয়ে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেব। জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী রুহুল আমিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার মানুষ শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়। সহিংস রাজনীতি নয়, তারা উন্নয়ন ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চুয়াডাঙ্গাকে একটি মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে একসঙ্গে

কাজ করতে হবে। জনগণের কল্যাণে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব বলেন, রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য, ক্ষমতার জন্য নয়। আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত, নৈতিক ও মানবিক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে জনগণের অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জাকের পার্টির জেলা সভাপতি আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের জাকের পার্টি ছাত্র ফ্রন্টের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান জিয়া।

তাঁরা বলেন, এই শান্তি সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে শান্তি, সহাবস্থান ও উন্নয়নের বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সমাবেশে জাকের পার্টির নেতাকর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী- সমর্থক, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিএনপির দুই নেত্রী

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন।

সড়ক দুর্ঘনায় আহতের বিষয়টি আড়াল করে একটি মহল ‘জামায়াতের হামলায় আহত’ বলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে নেটদুনিয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ শুরু হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা শেষে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা। আমঝুপি ও চাঁদবিলের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে একটি কুকুরের সঙ্গে তাদের রিকশার ধাক্কা লাগে। এসময় রিকশাটি উল্টে যায়। এতে রোমানা আহমেদ ও সাবিহা সুলতানা আহত হন।

ঘটনার পর রোমানা আহমেদ এবং সাবিহা সুলতানার স্বামী শফিক সেন্টু তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দুর্ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে পোস্ট করেন। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতেও ঘটনাটি একটি সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়।

তবে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালায় হয়। ফেসবুকে দাবি করা হয়, ধানের শীষের প্রচারণা শেষে ফেরার পথে জামায়াত-শিবিরের হামলার শিকার হন রোমানা ও সাবিহা।

তবে আহত বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ বলছেন, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ঠিক হচ্ছে না।

জেলা জামায়াতের রাজনৈতীক সেক্রেটারি মো. রুহুল আমিন বলেন, এভাবে দুর্ঘটনার খবর জামায়তের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাওয়া বিএনপির দেউয়ালিয়াত্ব প্রমাণ করে। এটা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সামিল। তিনি প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের প্রতি অনুরোধ জানান, দোষীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় হোক।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহত নেত্রীদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে জামায়তের নেতারা ছুটে যান।

আহত রোমানা আহমেদ তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে জানান, যারা দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপির জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তারা ঠিক করছেন না।

সেখানে এ নেত্রী দুর্ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে জামায়াতের উপর দোষ চাপানো বন্ধ করার আহ্বান জানান।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে কুতুবপুরে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বুধবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, ছাত্রনেতা রাসেল, বিজল, শাকিল, মাহিন, আশিক, স্বপন, মোমিন, নোমান, মনিব, সোহাগ, কানন, সোহান, জয়, দোয়েলসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী প্রচারণায় বাধা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে দাড়িপাল্লার প্রার্থী তাজউদ্দীন খানের পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণা

কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে ১১ দলীয় জোটের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ দাড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে গেলে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী এতে বাধা দেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যতারপুর গ্রামের মো. সাগর (পিতা: টগি বিশ্বাস), মো. সাব্দার (পিতা: পাঞ্জু বাঘ), মো. ইশাদুল (পিতা: ইয়াজউদ্দীন), মো. সাবু (পিতা: কছি হাজি), মো. কালু বিশ্বাস (পিতা: মাদার আলী বিশ্বাস)সহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যারিকেড দিয়ে প্রচারণাকারীদের আটকিয়ে রাখেন এবং গালিগালাজ করেন।

পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দীর্ঘ সময় পর একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অভিযোগ রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও অভিযুক্তরা অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করতে থাকেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা খানজাহান আলী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করার এমন ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

দামুড়হুদায় বিএনপির উদ্যোগে ধানের শীষের প্রচারণায় মিছিল

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে ধানের শীষের ভোট প্রার্থনায় প্রচারণা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৪টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে স্টার ক্লাব মোড় নামক স্থান থেকে এই মিছিল বের হয়ে ওয়ার্ডের সকল পাড়া মহল্লার অলি গলিতে বাংলাদেশ

জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো রফিকুল হাসান তনু, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আশরাফ আলী, সাধারণ সম্পাদক দলু দফাদার এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মুনতাজ আলী, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহাফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজ, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম সহ অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতৃবৃন্দ।

মিছিলটির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, সাবেক ইউপি সদস্য বিএনপি নেতা একরামুল হক।